Raniganj Girls' College
Department of History
Sixth Semester Core Paper (601) for Honours
Paper Name: War and Diplomacy (1914-1945)

ওয়াইমার বা ভাইমার প্রজাতন্ত্রের কৃতিত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নিশ্চিত পরাজয় এবং অভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা ও তীব্র গণ-আন্দোলনে ভীত কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সিংহাসন ত্যাগ করে ১০ই নভেম্বর, ১৯১৮ সালে হল্যান্ডে আশ্রয় নেন। যার ফলে প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন হোহেঞ্জোলার্ণ রাজবংশের অবসান ঘটে। জার্মানি মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ-অবসান ঘোষণা করে এবং জার্মানিতে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন প্রজাতন্ত্রকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলে'র ফ্রেডারিখ ইবার্ট। এই ঘটনা 'জার্মান বিপ্লব' বা '১৯১৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব' নামে পরিচিত। আসলে "The German Revolution of 1918 was the offspring of confusion."

এই প্রজাতন্ত্রের দুটি কৃতিত্ব হল জার্মানিকে প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করা এবং ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে জার্মানির সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। জার্মানির রাজধানী বার্লিনে তখনও বিশৃঙ্খলা চলছিল, তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ বার্লিনের নিকটবর্তী ভাইমার বা ওয়াইমার নামক ছোট শহরে মিলিত হন এবং প্রজাতান্ত্রিক জার্মানির জন্য একটি সংবিধান রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। এই শহরটির নাম অনুসারে নতুন শাসনতন্ত্রকে 'ভাইমার শাসনতন্ত্র' এবং ঐ শাসনতন্ত্র অনুসারে গঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে 'ভাইমার প্রজাতন্ত্র' (Weimer Republic) বলা হয়।

বলা হয় যে,ভাইমার শাসনতন্ত্র ছিল "পৃথিবীর লিখিত সংবিধানগুলির মধ্য সর্বোৎকৃষ্ট"। এই সংবিধান অনুযায়ী জার্মানি সম্পূর্ণরূপে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এই প্রজাতন্ত্রের আবার কিছু বৈশিষ্ট্যও ছিল। জার্মানিতে দুই কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রাণকেন্দ্র ছিল। উচ্চকক্ষ বা 'রাইখস্ট্যাডে'র সদস্যগণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করলেও 'রাইখস্ট্যাগ' বা জার্মান পার্লামেন্ট-এর নিম্নকক্ষের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। এমন কি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টও সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ফ্রেডারিখ ইবার্ট ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিই প্রধানমন্ত্রী বা চান্সেলারকে নিয়োগ করবেন যিনি নিম্নকক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। এই সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, আইনের চোখে সমতা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রভৃতিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি ভাইমার প্রজাতন্ত্রের অনুকূল ছিল না। এই প্রজাতন্ত্রকে অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি মেনে নিইয়ে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। যা জার্মানির মানুষ-জনের সামনে প্রজাতন্ত্রের ভাবমূওর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। বিশাল পরিমান ক্ষতিপূরণের বোঝা গ্রহণ করতে হয়েছিল, যা বহন করার ক্ষমতা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানির ছিল না। ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের অজুহাতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম জার্মানির রূঢ় অঞ্চল ১৯২৩ সালে দখল করে নিয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যের অভাব ও বেকার সমস্যা। প্রজাতন্ত্র চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, একদিকে দক্ষিনপন্থী অভ্যুত্থান (গ্যাংক্যাপ অভ্যুত্থান) অন্যদিকে বামপন্থী বিদ্রোহ, সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রকে অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে ফেলেছিল।

এইরকম সময়ে গুস্তাভ স্ট্রেসম্যান নামে এক বিশিষ্ট্য অর্থনীতিবিদ তথা রাজনীতিবিদ জার্মানির চান্সেলার হন। তিনি এই পদে মাত্র ১০০দিন থাকলেও ১৯২৯ পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি জার্মানিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'পরিপূর্ণতার নীতি' বা 'Policy of Fulfillment' গ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে জার্মানীর উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এর ফলে ১৯২৪ সালে ডাওয়েজ পরিকল্পনা এবং পরে ১৯২৯ সালে ইয়ং পরিকল্পনা অনুসারে জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছিল। জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে ১৯২৫ সালে লোকার্নো চুক্তির মাধ্যমে জার্মান-ফরাসী বৈরিতা প্রশমিত হয় এবং জার্মানি ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সঙ্গে ভার্সাই সীমান্ত স্বীকার করে নেয়। পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সমস্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিমাংসার ব্যবস্থা হয়। সর্বোপরি জার্মানি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে

এবং লীগ কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে। স্ট্রেসম্যান তার কার্যাবলীর সাহায্যে ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে স্থিতিশীল করে তুলেছিলেন।

কিন্তু ১৯২৯ সালে তাঁর মৃত্যু এবং অর্থনৈতিক মহামন্দা ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে পুণরায় সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত করেছিল। জার্মানিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা, অর্ধাহার-অনাহার জনজীবনে হাহাকার ও নৈরাশ্য নিয়ে এসে ছিল। এই পরিস্থিতিতে উত্থান ঘটেছিল হিটলারের। ১৯৩৪ সালে হিটলার চান্সেলর এবং প্রেসিডেন্ট উভ্যব পদে আসীন হলে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ অবসান ঘটে।

অনুশীলনের জন্যঃ

১ এবং ২ মানের প্রশ্ন—

১। ওয়াইমার বা ভাইমার প্রজাতন্ত্র কখন ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

২। এই প্রজাতন্ত্রের এরূপ নামকরণের কারণ কী?

৩। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

৪। জার্মানিতে '১৯১৮ সালের বিপ্লব' বলতে কী বোঝ?

৫। 'ভাইমার শাসনতন্ত্র' বলতে কী বোঝায়?

৬। জার্মানির রূঢ় অঞ্চল কারা দখল করেছিল এবং কেন?

৭। গুস্তাভ স্ট্রেসম্যান কে ছিলেন?

৮। জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের জন্য যে দুটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, সেগুলির নাম লেখ?

৯। কোন সালে এবং কাদের মধ্যে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

১০। লোকার্ণো চুক্তির যেকোন দুটি ফলাফল উল্লেখ কর।

১১। 'পরিপূর্ণতার নীতি' বলতে কি বোঝায়?

১২। কোন সালে অর্থনৈতিক মহামন্দার সূচনা ঘটেছিল?

১৩। জার্মানীতে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সময় কাল উল্লেখ কর।

১৪। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের যে কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উল্লেখ কর।

১৫। কোন সালে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল এবং তারপর জার্মানিতে কি ধরণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?